অধ্যায় ৯৭
জাহান্নাম!; লূক ১৬

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্‌, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান "*ধার্মিকতার পথ*" নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত।***"জ্বলন্ত আগুন ও গন্ধকের হ্রদের মধ্যে থাকাই হবে ভীতু, বেঈমান, ঘৃণার যোগ্য, খুনী, জেনাকারী, জাদুকর, মূর্তিপূজাকারী এবং সব মিথ্যাবাদীদের শেষ দশা।"*** (প্রকাশিত কালাম ২১:৮) *"...তাদের বাইরের অন্ধকারে ফেলে দেওয়া হবে...ইবলিস এবং তার ফেরেশতাদের জন্য যে চিরকালের আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে তার মধ্যে... সেখানে লোকেরা কান্নাকাটি করবে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে।"* (মথি ৮:১২; ২৫:৪১ আয়াত) *"এই লোকেরা অনন্ত শাস্তি পেতে যাবে, কিন্তু আল্লাহভক্ত লোকেরা* ***অনন্ত জীবন*** *ভোগ করতে যাবে।"* (মথি ২৫: ২৬) কেউই **জাহান্নাম** সম্পর্কে কথা বলতে পছন্দ করে না! এমনকি আমরা এই ব্যাপারে চিন্তাও করতে চাইনা! তবুও আজ আমরা জাহান্নাম সম্পর্কে অধ্যায়ন করার পরিকল্পনা করেছি, কারণ এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ অনেক কিছু বলেছেন। পাক্‌ কিতাবে এর বিষয়ে অনেক সতর্ক বানী রয়েছে যেন মানুষের এই পথে অগ্রসর হতে না হয়। আজ এবং পরবর্তী দিনের পাঠে আমরা জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে কিতাবে শিক্ষাগুলো নিয়ে অধ্যায়ন করব যেন নিশ্চিত হতে পারি যে আমরা বেহেশতে যাব নাকি আমদেরকে দোজখে পাঠানো হবে। অনেকে মনে করে থাকে যে, মৃত্যুর পর তাদের কি হবে বা কোথায় তারা অনন্তকালীন সময় কাটাবে তা কেউ বলতে পারে না। তারা আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত নাজাতের পথ এবং বিশ্বাসযোগ্য অসাধারণ ওয়াদার বিষয়ে জানে না বলেই এ ধরনের চিন্তা করে থাকে। বেহেশতে যাবার নিশ্চয়তা সম্পর্কে কি কিতাবে কিছু বলা আছে? অবশ্যই! আল্লাহ্‌র কালাম বলে: *"তোমরা যারা ইবনুল্লাহর উপর ঈমান এনেছ, তোমাদের কাছে আমি এই সমস্ত লিখলাম* ***যাতে তোমরা জানতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পেয়েছ!"*** (১ ইউহোন্না ৫:১৩)

শ্রোতা বন্ধু, আপনি কি **"জানেন"** যে, আপনার কাছে আল্লাহ্‌র তবলিগ করা অনন্ত জীবন রয়েছে? আপনি কি **জানেন**, মৃত্যুর পরে আপনার রূহ্‌ কোথায় যাবে? আপনি কি **নিশ্চত** যে আপনি দোজখে নয় বেহেশতেই যাবেন? সে বিষয়ে যদি আপনি নিশ্চত না হয়ে থাকেন, তবে আজকের অনুষ্ঠানটির প্রতি খুব আগ্রহ থাক দরকার। আমরা ইতিমধ্যে শুনেছি, ঈসা দুনিয়াতে থাকা কালীন সময়ে জনতাকে প্রায়ই বেহেশত ও দোজখ সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু বেহেশত সম্পর্কে তিনি যত না শিক্ষা দিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষা দিয়েছেন জাহান্নাম সম্পর্কে, কারন জাহান্নামের ভয়ানক শাস্তি সম্পর্কে তিনি জানেন, আর তাই তিনি চান না কেউ যেন সেখানে যায়। এখন চলুন সুসংবাদে ফিরে যাই এবং শুনি, জাহান্নাম সম্পর্কে ঈসা জনতাকে কি শিক্ষা দিয়েছিলেন। দু'জন মৃত ব্যাক্তি সম্পর্কে এই সত্য গল্পটি শুনুন। লূকের সুসংবাদের ষোল রুকুকে, ঈসা জনতা উদ্দেশ্যে গল্পটি বলেছেন:

অধ্যায় ৯৭
জাহান্নাম!; লূক ১৬

(লূক ১৬) {১৯-২৩ আয়াত}

১৬ইয়াহিয়ার সময় পর্যন্ত তৌরাত শরীফ এবং নবীদের কিতাব চলত। তারপর থেকে আল্লাহ্‌র রাজ্যের সুসংবাদ তবলিগ করা হচ্ছে এবং সবাই আগ্রহী হয়ে জোরের সংগে সেই রাজ্যে ঢুকছে। ১৭তবে তৌরাত শরীফের একটা বিন্দু বাদ পড়বার চেয়ে বরং আসমান ও জমীন শেষ হওয়া সহজ। ১৮যে কেউ নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে আর একজনকে বিয়ে করে সে জেনা করে। স্বামী যাকে ছেড়ে দিয়েছে সেই রকম স্ত্রীকে যে বিয়ে করে সেও জেনা করে। ১৯একজন ধনী লোক ছিল। সে বেগুনে কাপড় ও অন্যান্য দামী দামী কাপড়-চোপড় পরত। প্রত্যেক দিন খুব জাঁকজমকের সংগে সে আমোদ-প্রমোদ করত। ২০সেই ধনী লোকের দরজার কাছে লাসার নামে একজন ভিখারীকে প্রায়ই এনে রাখা হত। লাসারের সারা গায়ে ঘা ছিল। ২১সেই ধনী লোকের টেবিল থেকে যে খাবার পড়ত তা-ই খেয়ে সে পেট ভরাতে চাইত, আর কুকুরেরা তার ঘা চেটে দিত।২২একদিন সেই ভিখারীটি মারা গেল। তখন ফেরেশতারা এসে তাকে নবী ইব্রাহিমের কাছে নিয়ে গেলেন। তারপর একদিন সেই ধনী লোকটিও মারা গেল এবং তাকে দাফন করা হল। ২৩কবরে খুব যন্ত্রণার মধ্যে থেকে সে উপরের দিকে তাকাল এবং দূর থেকে ইব্রাহিম ও তাঁর পাশে লাসারকে দেখতে পেল।

আমরা এখানে একটু সময় নেব। আপনি কি বুঝেছেন সেই ধনী লোক এবং ভিখারী লাসারের জীবনে কি ঘটনা ঘটেছিল? মৃত্যুর পর ভিখারীটি কোথায় গিয়েছিল? তার রূহ্ সাথে সাথেই **বেহেশতে**, আল্লাহ্‌র নিকটে গিয়েছিল, যেখানে আল্লাহ্‌র নবী হযরত ইব্রাহিম অনেক আগে থেকে ছিলেন। আর সেই ধনী লোকটি? সে কোথায় গিয়েছিল? মৃত্যুর পর তার রূহ্ সংগে সংগে **জাহান্নামে** গিয়েছিল, যেখানে রয়েছে তীব্র দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা।

কেন সেই ভিখারী লাসার বেহেশতে গিয়েছিল এবং ধনী ব্যক্তিটিকে জাহান্নামে যেতে হয়েছিল? প্রথমে জেনে রাখুন, দরিদ্র হলেই যে আপনি বিপদ মুক্ত এমন নয় আবার খুব ধনী হলেই যে আপনি বিনষ্ট হয়ে যাবেন তাও নয়! ভিখারী লাসার বেহেশতে গিয়েছিল কারণ সে **নাজাত লাভের পথের দিকে মনোযোগ দিয়েছিল** যা আল্লাহ্ নবীদের লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। ধনী লোকটির ক্ষেত্রে, **সে আল্লাহ্‌র কালামকে অগ্রাহ্য করেছিল**। সেই ধনী লোকটি বর্তমান কালের বেশীরভাগ লোকের মতন যার কেবল লোক দেখানো ধর্ম-কর্ম করে থাকে। তারা জনে যে আল্লাহ্ কেবল মাত্র একজনই এবং নবীদের লেখাগুলো সত্য, কিন্তু তারা জাহান্নামের পথে হাটছে, কারণ তারা কখনও কিতাবে, নবীদের বর্ণনা করা নাজাত লাভের পথের উপর ঈমান আনে নি। গল্পে বর্ণনা করা ধনী লোকটির মত তারা ভালভাবে সময় কাটানো এবং ধন-সম্পদের পিছনে বেশী মনোযোগী ছিল। কিন্তু তারা তাদের দিলকে রক্ষা করার জন্য সত্যের কালামের দিকে কোন মনোযোগ দেয় নি।

চলুন গল্পটি চালিয়ে যাই এবং শুনি যে কিভাবে আল্লাহ্ জাহান্নামে থাকা সেই ধনী লোকটিকে নবী ইব্রাহিমের সাথে একবার কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, যিনি বেহেশতে ছিলেন। মাবুদ ঈসা গল্পটিকে এভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল:

(লূক ১৬) {২৩-৩১ আয়াত}

অধ্যায় ৯৭

জাহান্নাম!; লূক ১৬

২৪তখন সে চিৎকার করে বলল,“পিতা ইব্রাহিম, আমাকে দয়া করুন। লাসারকে পাঠিয়ে দিন যেন সে তার আংগুলের আগাটা পানিতে ডুবিয়ে আমার জিভ ঠাণ্ডা করে। এই আগুনের মধ্যে আমি বড়ই কষ্ট পাচ্ছি।’ ২৫কিন্তু ইব্রাহিম বললেন,“মনে করে দেখ, তুমি যখন বেঁচে ছিলে তখন কত সুখ ভোগ করেছ আর লাসার কত কষ্ট ভোগ করেছে। কিন্তু এখন সে এখানে সান্ত্বনা পাচ্ছে আর তুমি কষ্ট পাচ্ছ। ২৬এছাড়া তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এমন একটা বিরাট ফাঁক রয়েছে যাতে ইচ্ছা করলেও কেউ এখান থেকে পার হয়ে তোমাদের কাছে যেতে না পারে এবং ওখান থেকে পার হয়ে আমাদের কাছে আসতে না পারে।’ ২৭তখন সেই ধনী লোকটি বলল,“তাহলে পিতা, দয়া করে লাসারকে আমার পিতার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন, ২৮যেন সে আমার পাঁচটি ভাইকে সাবধান করতে পারে; তা না হলে তারাও তো এই যন্ত্রণার জায়গায় আসবে।’ ২৯কিন্তু ইব্রাহিম বললেন,“মূসা ও নবীদের লেখা কিতাব তো তাদের কাছে আছে। ওরা তাঁদের কথায় মনোযোগ দিক।’ ৩০সেই ধনী লোকটি বলল,“না, না, পিতা ইব্রাহিম, মৃতদের মধ্য থেকে কেউ তাদের কাছে গেলে তারা তওবা করবে।’ ৩১তখন ইব্রাহিম বললেন, “মূসা ও নবীদের কথা যদি তারা না শোনে তবে মৃতদের মধ্য থেকে কেউ উঠলেও তারা বিশ্বাস করবে না।চ

এভাবে ধনী ব্যক্তি ও লাসারের গল্পটা শেষ হয়েছে। সত্যি সত্যি জাহান্নাম খুব ভয়ানক একটি জায়গা যেখানে কোন মাফ নাই। জাহান্নামে গিয়ে ধনী লোকটি এমন যন্ত্রনার মধ্যে ছিলেন যে এক ফোটা পানি দিয়ে তার কষ্ট দূর করার মতও কেউ সেখানে ছিল না। আরও ভয়াবহ বিষয় হল এই ধনী ব্যাক্তিটি এখন পর্যন্ত সেখানে আছে! জাহান্নামে বসে বসে সে শেষ বিচারের দিনের জন্য অপেক্ষা করছে যেদিন তার দেহ ও রূহ্ উভয়ই **জ্বলন্ত আগুন ও গন্ধকের হ্রদের মধ্যে** নিক্ষেপ করা হবে। **যারা যারা** ঈসা মসীহের সুসংবাদ সম্পর্কে **নবীদের বানীগুলো অগ্রাহ্য করেছিল** তাদের সাথে সে সেখানে অনন্তকাল পুরতে থাকবে। তাই এ বিষয়ে কিতাব বলে থাকে: *“যাদের নাম সেই জীবন কিতাবে পাওয়া গেল না, তাদেরও আগুনের হ্রদে ফেলে দেওয়া হল...আগুন ও গন্ধকের দ্বারা সেই লোককে যন্ত্রণা দেওয়া হবে...যে আগুন এই লোকদের যন্ত্রণা দেবে সেই আগুনের ধোঁয়া চিরকাল ধরে উঠতে থাকবে...সে দিনে ও রাতে কখনও বিশ্রাম পাবে না!”* (প্রকাশিত কালাম ২০:১৫; ১৪:১০, ১১ আয়াত) বিষয়টি একবার ভাবুন! আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত নাজাত লাভের ধার্মিকতার পথকে যে তুচ্ছ করবে সেই জাহান্নামে যাবে। সেখানে টিকে থাকার কোন উপায় **থাকবে না** আবার সেখান থেকে বের হয়ে আসারও কোন উপায় **থাকবে না**, আর সেই আগুন **কখনও** নিভ্‌বে **না। জ্বলতে থাকবে তো থাকবেই! চিরদিন ধরে জ্বলতে থাকবে!**

অনেকে মনে করেন যে, গুনাহ্‌গাররা জাহান্নামে কিছুকাল যন্ত্রণাভোগ করার পর একদিন বেহেশতে ফিরে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কালাম মোতাবেক এই কথার কোন ভিত্তি নেই। আল্লাহ্‌র কালাম বলে যে, জাহান্নাম হল **“অনন্ত** *শাস্তির”* জায়গা। (মথি ২৫: ৪৬ আয়াত) একই সাথে মৃতদের জন্য কোন দোয়ার কাথাও নবীদের কিতাবে লেখা নেই। মৃতদের জন্য দোয়া করাটা কেবল মানুষের তৈরী একটি নিয়ম মাত্র, কিন্তু এটা আল্লাহ্‌র কালাম অনুসারে এর কোন ভিত্তি নেই, কিতাবে লেখা আছে, *“আল্লাহ ঠিক করে রেখেছেন যে, প্রত্যেক মানুষ একবার মরবে এবং তার পরে তার বিচার হবে!”* (ইবরানী ৯:২৭) মৃত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করলেও তা

তাদেরকে জাহান্নামের নরক যন্ত্রণা দূর করতে পারে না, এমনকি তা তাদেরকে শেষ বিচারের দিনেও নাজাত দান করতে পারে না। একই ভাবে যারা বেহেশতে আছেন তাদেরও আমদের দোয়ার কোন প্রয়োজন পরে না কারন তারা সেখানে আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে পরমানন্দে দিন কাটাচ্ছে! প্রিয় শ্রেতা বন্ধুরা, সতর্ক থাকুন! **ফাঁকা কথার মাধ্যমে কেউ যেন আপনাকে না ঠকাতে পারে**। অনেকেই বলে থাকে, "আল্লাহ্‌ দয়াবান, তিনি তার গোলামদের দোজখের আগুনে পোড়ানোর জন্য সৃষ্টি করেন নি! তিনি ঠিকই আমাদের মাফ করে দেবেন এবং বেহেশতে নিয়ে যাবেন!" যারা এ ধরনের কথা বলে থাকে তাদের আল্লাহ্‌র কালামের সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। তাদের মনকে শান্ত রাখার জন্য তারা এ ধরনের কথা বলে কারণ তারা জেনে শুনেই আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত নাজাত লাভের পথ থেকে দূরে সরে থাকে। যদি তারা তাদের ভূল ধারণা থেকে না ফিরে আসে এবং ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে ধার্মিকতার পথে ঈমান না আনে তবে তারা একদিন জানতে পারবে যে সত্যি সত্যিই জাহান্নাম বলে কিছু আছে। কিন্তু তখণ তওবা করার আর **সুযোগ থাকবে না**! আপনি কি শুনেছিলেন, ধনী লোকটি হযরত ইব্রাহিম কে কি জিজ্ঞেস করেছিল? সে তাঁকে অনুরোধ করেছিল যেন লাসার তার পিতার বাড়িতে গিয়ে তার বকি পাঁচজন ভাইকে সতর্ক করে, যারা এখনও মরে নি, *"না হলে তারাও তো এই যন্ত্রণার জায়গায় আসবে!"* প্রতি উত্তরে হযরত ইব্রাহিম তাকে কি বলেছিল? তিনি তাকে বলেছিলেন, ***"মূসা ও নবীদের লেখা কিতাব তো তাদের কাছে আছে। ওরা তাদের কথায় মনোযোগ দিক।"*** কিন্তু ধনী লোকটি তাঁকে বলেছিল, *"না, না, পিতা ইব্রাহিম, মৃতদের মধ্য থেকে কেউ তাদের কাছে গেলে তারা তওবা করবে।"* তখন হযরত ইব্রাহিম তাকে বলেছিলেন, ***"মূসা ও নবীদের কথা যদি তারা না শোনে তবে মৃতদের মধ্য থেকে কেউ উঠলেও তারা বিশ্বাস করবে না।"*** শ্রোতা বন্ধু, আপনি কি আল্লাহ্‌র নবীদের তবলিগ করা সুসংবাদটি জানেন যা আপনাকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিতে পারে? এ সুসংবাদটিই আপনি *"ধার্মিকতার পথ"* অনুষ্ঠানটিতে শুনে আসছেন। সংক্ষিপ্তাকারে, আমরা জেনেছি যে নবীর পাক্‌-নাজাতদাতার বিষয়ে সুসংবাদ তবলিগ করেছিলেন; যাঁকে আল্লাহ্‌ পাঠিয়েছিলেন, যেন তিনি ক্রুশে মরে আপনার গুনাহের মূল্য পরিশোধ করেন, এবং তিন দিন পরে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠেন। **আপনি যদি দিল থেকে এই কথা বিশ্বাস করেন যে তিনি আপনার গুনাহের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাহলে আপনি আর জাহান্নামে জাবেন না!** আর এ সুসংবাদেই আপনাকে আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচার থেকে নাজাত দান করবে।

আমরা কিন্তু আমাদের প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে জেনেছিলাম যে আল্লাহ্‌ জাহান্নাম মানুষের জন্য নয় কিন্তু শয়তান ও তার ফেরেশতাদের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষ আদমের গুনাহের জন্য আমরা জন্ম থেকেই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আলাদা হয়ে শয়তানের রাজ্যে আছি, আর এ রাজ্যের প্রশস্ত পথ আমাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যদি আল্লাহ্‌ আমাদের একটি **সমাধান** না দিতেন তাহলে সত্যিই আমরা আমাদের

অধ্যায় ৯৭
জাহান্নাম!; লূক ১৬

গুনাহের কারনে **চিরদিনের জন্য বিনষ্ট** হয়ে যেতাম, কারন গুনাহের পরিনতি কেবল মৃত্যু ও জাহান্নাম। জাহান্নাম থেকে মুক্ত হওয়া কোন ক্ষমতা আমাদের নেই! কিন্তু আমরা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া করি কারণ তিনি এমন একটি পরিকল্পনা নকশা করেছেন যার মাধ্যমে তিনি আমাদের গুনাহ্ মাফ করতে পারেন! সে পরিকল্পনাটি কি? এটা হল **পাক্ মসীহের মৃত্যু**। ক্রুশে মৃত্যু বরণ করার সময় আমাদের গুনাহের শাস্তির সমস্ত ভার আল্লাহ্ ঈসার উপর তুলে দিয়েছিলেন । যেমন লেখা আছে: *"ঈসা মসীহের মধ্যে কোন গুনাহ্ ছিল না; কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের গুনাহ্ তাঁর উপর তুলে দিয়ে তাঁকেই গুনাহের জায়গায় দাঁড় করালেন, যেন মসীহের সংগে যুক্ত থাকবার দরুন আল্লাহ্‌র পবিত্রতা আমাদের পবিত্রতা হয়।"* (২ করিন্থীয় ৫:২১ আয়াত)

আমারা জেনেছি লোকেরা ঈসাকে কিভাবে মারধর করেছে, থুথু মেরেছে, মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়েছে, গালি দিয়েছে, চড় মেরেছে এবং এইভাবে নির্যাতন করে ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে। গুনাহের জন্য আমরা যে শাস্তির যোগ্য ছিলাম তা আল্লাহ্ ঈসার এ নির্যাতনের ভোগের মধ্য দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। ঈসার প্রতি লোকেরা যে নির্যাতন করেছিল–সে নির্যাতন আমাদের ভোগ করার কথা ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের এতই মহব্বত করেন যে, গুনাহের জন্য আমাদের প্রাপ্য শাস্তি তিনি প্রিয়তম অনন্তকালীন পুত্র, নিষ্পাপ ঈসার কাঁধে তুলে দিয়েছিলেন। এবং মনে রাখবেন, ক্রুশের উপরে ঈসার কষ্টভোগ কেবল মানুষের নির্যাতনের দ্বারাই সীমাবদ্ধ ছিল না। নবীদের কিতাব এ বিষয়ে আমাদের বলে যে, আল্লাহ্ নিজে, ঈসার উপর এমন যন্ত্রনার ভার তুলে দিয়েছিলেন যা কিনা মানুষের সহ্য ক্ষমতার বাইরে। আল্লাহ্ ঈসার উপর আমাদের গুনহের শাস্তি চাপিয়ে দিয়েছিলেন, অর্থাত যে **যন্ত্রণা, জাহান্নামে আমাদের ভোগ করতে হত**! আল্লাহ্‌র কাছ থেকে মসীহের এ তীব্র যন্ত্রণাভোগের ঘটনাটি নবী আইয়ুব ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন, তিনি লিখেছিলেন, ***"খারাপ লোকদের কাছে আল্লাহ্ আমাকে তুলে দিয়েছেন; দুষ্ট লোকদের হাতে তিনি আমাকে ছুঁড়ে ফেলেছেন।...আল্লাহ্ আমাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করেছেন এবং রাগে আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছেন; তিনি আমাকে দেখে দাঁতে দাঁত ঘষেছেন; আমার বিপক্ষে আমার বিরুদ্ধে চোখ রাংগিয়েছেন।"*** (আইয়ুব ১৬: ১১, ৯)

গুনাহ্‌ের ফল হিসেবে মরতে হবে এবং আল্লাহ্‌র ভয়াবহ রাগের মুখোমুখে হয়ে জাহান্নামের অন্ধকারে প্রবেশ করতে হবে, যেখানে আল্লাহ্ সুসংবাদ অগ্রাহ্যকারীদের ছুঁড়ে ফেলেছেন! কিন্তু আমাদের জন্য ঈসা, আল্লাহ্‌র এই শাস্তি ভোগ করেছেন, যেন আমরা আল্লাহ্‌র করুণা লাভ করতে পারি। আমার পড়েছি যে যখন ঈসা ক্রুশে মৃত্যু বরণ করেছিলেন তখন সারা দেশ পিচের মত অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল-ঠিক যেন জাহান্নামের মত–দুপুর থেকে বিকাল তি'টা পর্যন্ত এরকম অন্ধকার হয়ে ছিল। এই সময়ের মধ্যেই ঈসা জোরে চিৎকার করে বলে উঠেছিল, **"আল্লাহ্ আমার, আল্লাহ্ আমার, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ?!"** কেন আল্লাহ্, ক্রুশের উপরে থাকা তাঁর প্রিয়তম পুত্র, মসীহকে ত্যাগ করেছিলেন? **আমি এবং আপনি এর জন্য দায়ী!** আমাদের গুনাহ্ এর

জন্য দায়ী। আমাদের গুনাহের শাস্তি! **আমাদের নরক যন্ত্রণার শাস্তি**, আল্লাহ্ ক্রুশে, ঈসার উপর তুলে দিয়েছিলেন। আমাদের মন এই গভীর সত্যটি একেবারে বুঝতেই পারে না। কিন্তু একটা নিশ্চয়তার বিষয় হল যে, **আপনি যদি সত্যিই মাবুদ ঈসার উপর ঈমান আনেন, তাহলে আপনি নাজাত লাভ করবেন এবং আপনাকে আর জাহান্নামে যেতে হবে না**, কারণ নাজাত দাতার কোরবানীর(আপনার বদলে) মাধ্যমে আল্লাহ্ আপনাকে ধার্মিক বলে গণ্য করবেন। হযরত ইব্রাহিমের পুত্রের বদলে যেমন ভেড়া কোরবানী করা হয়েছিল, তেমনি অনন্তকালীন **জাহান্নাম** থেকে আপনাকে নাজাত দান করার জন্য আপনার বদলে মসীহ মরেছেন!

আপনার জাহান্নামের শাস্তি আল্লাহ্ ঈসা মসীহের উপর তুলে দিয়েছেন। **আপনি কি এ কথা বিশ্বাস করেন?** আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, নিষ্পাপ ঈসা মসীহ আপনার গুনাহের দায় পরিশোধ করেছের? **এটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার**। তাহলে আপনি কোনটাকে বেছে নেবেন? জান্নাত? নাকি **জাহান্নাম?**

এতক্ষন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানটি শোনার জন্য আপনাকে আমন্ত্রন জানাই, কারণ ঔ অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয়টি আজকের আলোচ্য বিষয়টির সম্পূর্ণ বিপরীত। পরবর্তী দিন আমরা বেহশতের বিষয়ে আলোচনা করব...

আল্লাহ্ আপনাকে রহমত দান করুন। ঈসার গুরুত্বপূর্ণ এই বানীটি স্বরণ করতে করতে আজ আমরা আপনাদের বিদায় জানাচ্ছি...

"সরু দরজা দিয়ে ঢোক, কারণ যে পথ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় তার দরজাও বড় এবং রাস্তাও চওড়া। অনেকেই তার মধ্য দিয়ে ঢোকে। কিন্তু যে পথ জীবনের দিকে নিয়ে যায় তার দরজাও সরু, পথও সরু। খুব কম লোকই তা খুঁজে পায়।" (মথি ৭:১৩, ১৪)